দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 0 6 APR 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

আনন্দ মোহন কলেজের একাল-সেকাল

আনন্দ মোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ দেশের প্রাচীনতম উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরও প্রায় একুশ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজ যেমন অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার সাক্ষী, তেমনি এক সমৃদ্ধ ও গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের অধিকারী। এই উপমহাদেশের এক অন্যান্য প্রতিভা। আনন্দ মোহন বসুর নামানুসারে এ প্রতিষ্ঠানের নামকরণ। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নানা ষড়যন্ত্র ও কালের কুটিল ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে কলেজটি তার ঐতিহ্য আরো মহীয়ান। সেই বৃটিশ আমল থেকেই এ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে সম্মান কোর্স চালু ছিল। তখন শিক্ষক ও শিক্ষার মান গ্রন্থাগার ও গবেষণাগারের জন্য এর খ্যাতি ছিল। অথচ বর্তমানে এ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নানা সমস্যায় জর্জরিত।

শিক্ষাক্রম ঃ বর্তমানে ৪টি বিষয়ে এমএ এবং আটটি বিষয়ে সম্মানসহ মোট উনিশটি বিভাগ চালু রয়েছে। অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষসহ শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা, অর্ধশত কর্মচারী এবং প্রায় চার হাজার ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের এক বিশাল পরিবার। ছাত্র-ছাত্রীদের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় এ প্রতিষ্ঠানটিতে আরো আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, আরো কয়েকটি বিষয়ে সম্মানসহ মাস্টার্স কোর্স চালু করার দাবী রয়েছে এ এলাকার জনগণের। সম্প্রতি কলেজ ছাত্র সংসদ এ কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবী জানিয়েছে, যা বৃহত্তর ময়মনসিংহের প্রতিটি অভিভাবকেরও দাবী।

গ্রন্থাগার ঃ অনেক মূল্যবান, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসহ প্রায় ৩০ হাজারেরও বেশী গ্রন্থ সম্বলিত কলেজ গ্রন্থাগারটি। এ গ্রন্থাগারে এমন অনেক গ্রন্থও আছে যা এই গ্রন্থাগারের বাইরে হয়ত আর কোথাও নেই। ছাত্র-শিক্ষকদের চাহিদা অনুযায়ী আরো বই পুস্তকের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সংখ্যক বই-পত্র ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষকদের চাহিদার অনেকাংশ পূরণ করতে সক্ষম।

গবেষণাগার ঃ কলেজ সৃষ্টির গোড়ার দিকেই প্রত্যেক বিভাগের জন্য আলাদা আলাদা গবেষণাগার রয়েছে। বিজ্ঞান একটা ব্যবহারিক বিজ্ঞান তাই— গবেষণাগারের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। সেই হিসাবে উচ্চতর শ্রেণীর জন্য গবেষণাগারের আরো সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি দরকার।

আবাসিক সমস্যা ঃ এ কলেজের বর্তমা সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম হল আবাসিক সমস্যা। মোট পাঁচ শতাধিক আসন সম্বলিত তিনটি ছাত্রবাস ও নবনির্মিত একটি মহিলা ছাত্রাবাস রয়েছে— যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। শিক্ষকদের জন্য আবাসিক সুযোগ-সুবিধা নেই বললেই চলে। সিংহভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকাই বাইরে বাসা নিয়ে আছেন— এর ফলে অনেকেরই ভীষণ অসুবিধা হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের কোন বাসভবন না থাকায় তারা সবচেয়ে বেশী কষ্টে দিনাতিপাত করছেন। অনেকেই বিপদের ঝুঁকি নিয়েও ভগ্নপ্রায় কলেজের প্রাচীন কোয়ার্টারে আছেন। তাই এ অবস্থার আশু সমাধান প্রয়োজন।

মিলনায়তন ও ব্যায়ামাগার ঃ কলেজের একটি মিলনায়তন ও ব্যায়ামাগার রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তা ভগ্নপ্রায়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা এর সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই মিলনায়তন ও ব্যায়ামাগারটির আশু সংস্কার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

যাতায়াত সমস্যা ঃ এ কলেজের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি যাতায়াত সুবিধার দরকার ছিল অনেক আগেই। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক কর্মচারীদের এ দাবী আজো বাস্তবায়িত হয়নি। আবাসিক সমস্যা প্রকট হওয়ার দরুন অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-কর্মচারী বহুদূর থেকে কলেজে আসেন। তাই এদিক বিবেচনা করে ছাত্র-ছাত্রী ও স্টাফদের জন্য যানবাহনের প্রয়োজন। তাই এ সমস্যার অশু সমাধানের জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি প্রয়োজন।

বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত এ প্রতিষ্ঠানটির প্রতি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজর প্রয়োজন, নতুবা সব সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে না। তাছাড়া বর্তমানে কলেজটিকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় করার যে দাবী উঠেছে— তা কলেজের ঐতিহ্য ও জনসাধারণেরই দাবী। তাই এ দাবীর প্রতিও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি দিবেন— এই আমাদের প্রত্যাশা।

—মুহাম্মদ র, ই, শামীম